Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৭শে আশ্বিন বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 14th Oct. 1959 { ২২শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Servc

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

“রাণী রাসমণি”

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

বিজয়ার সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন

আমরা চিরাচরিত প্রথানুসারে আমাদের গুরুজনকে প্রণাম, সমবয়স্কগণকে নমস্কার ও বয়ঃকনিষ্ঠগণকে শুভেচ্ছাসহ স্নেহাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা সুদীর্ঘ ছিচল্লিশ বৎসর কাল জঙ্গিপুর মহকুমাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করিয়া এই ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেছি। জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতায় আমাদের মূলধন।

আমাদের এমন পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক গ্রাহিকা ও বিজ্ঞাপনদাতা আছেন যাঁহারা **জঙ্গিপুর সংবাদের** জন্মাবধি সম্পর্ক রাখিয়া স্বজন বা আত্মীয়ের মত হিতাকাঙ্ক্ষী। আমরা তাঁহাদের মর্য্যাদানুসারে অভিবাদন জানাইতেছি।

বিজয়োৎসব

ত্রেতাযুগে রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্র মা দুর্গার অকাল বোধন করিয়া শরৎকালে আরাধনা করিয়া সীতা উদ্ধার করেন। এই বিজয় লাভ হইতে আশ্বিন শুক্লা দশমী বিজয়া দশমী বলিয়া অভিহিত। অকাল হইলেও রামচন্দ্রের অনুকরণে এই মহাপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে।

এ বৎসর অকাল যে অকাল ছাড়া কিছু নয় তাহা ভারতবর্ষ বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। "অন্ন দে! অন্ন দে!" বলিয়া বুভুক্ষু মানবগণ তাঁহাদেরই নির্ব্বাচিত কুপিত রাজশক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইয়াছে। রাজ্যের সীমান্তে প্রতিবেশী বন্ধু রাজশক্তির নিকট কলহে আহূত হইতেছে। রাজ্যের অভ্যন্তরে রাজসভায় ঘৃণ্য কলহ দেশকে কলঙ্কিত করিয়াছে। আমরা তাই শারদীয় উৎসবকে কলহের দেবতা নারদের নামানুসারে নারদীয় উৎপাত নাম দিয়াছিলাম। সত্যসত্যই বন্যা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি উৎপাতের মধ্যে হাহাকার ও আর্ত্তনাদের মধ্যে পূজার ক'দিন অতিবাহিত হইল। সুখে হোক, দুখে হোক, দিন যাবেই। সুসময় ও দুঃসময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। মা দুর্গা আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পতি সন্নিধানে যে শপথ করিয়া আসিয়াছিলেন, কথা ঠিক রাখিয়া কৈলাসেশ্বরী কৈলাসে গমন করিলেন। দেবর্ষি নারদ মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর শুভ বিবাহে ঘটক ছিলেন। তিনি তাঁহার "ঢেঁকী প্লেনে" আরোহণ করিয়া কৈলাসে উপনীত হইলেন। আজ বীণা যন্ত্রে মায়ের নাম গান করিতে করিতে বলিলেন।

কৈলাসে দেবর্ষি নারদ

খাম্বাজ—একতালা

দীনতারিণী, দুরিতহারিণী, সত্ত্ব-রজঃ-তম
ত্রিগুণধারিণী
সৃজন-পালন-নিধনকারিণী
সগুণা-নির্গুণা সর্ব্বস্বরূপিণী।
ত্বং হি কালী তারা পরমা প্রকৃতি,
ত্বং হি মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি,
ত্বং হি জলস্থল অনিল অনল
ত্বং হি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী।
সাঙ্খ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়,
তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,
বৈশেষিক বেদান্ত, ভ্রমে হ'য়ে ভ্রান্ত,
তথাপি অদ্যাপি চিনিতে পারিনি।
নিরুপাধি আদি অন্ত রহিত,
সাধিতে সাধক জনার হিত,
গণেশাদি পঞ্চরূপে কাল বঞ্চ,
কালভয়হরা ত্রিকালবর্ত্তিনী।
সাকার সাধকে তুমি সে সাকার,
নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয়, ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময়,
সেই তুমি নগ-তনয়া জননী।
যে অবধি যার অভিসন্ধি রয়,
সে অবধি সে পরম ব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয়, অনির্ব্বচনীয়
সকলি তুমি মা ত্রিলোকব্যাপিনী।

(হর-পার্ব্বতী একাসনে উপবিষ্ট)

মহাদেব—গান শুনেই বুঝেছি দেবর্ষি নারদ। তোমার মায়ের গুণগান করতে করতে শিবপুরে আগমন বুঝি বিজয়ার পর আমার অপমান করতে আসা! প্রতি বৎসর এসে তুমি প্রথমে পার্ব্বতীকে প্রণাম করে পরে আমাকে প্রণাম কর। এ যেন গান গাইতে গাইতে এলে তোমার মায়ের। এবার যদি তাই কর সইব না। তোমাকে আবার নরলোকে জন্ম নিতে হবে।

নারদ—গাঁজা খেয়ে খেয়ে বিধি ব্যবস্থা সব ভুলে যদি যা তা করেন তবে কি করবো! শাস্ত্রে বলে—

"মাতরং পিতরঞ্চৈব দৃষ্টা পুত্রস্তু ধর্ম্মবিৎ।
প্রণম্য মাতরং পশ্চাৎ প্রণমেৎ পিতরং গুরুম্॥"

পার্ব্বতী—বাবা নারদ এবার ওঁকেই আগে প্রণাম কর, আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি।

নারদ—মা! জেনে শুনে বিধি লঙ্ঘন করা আমার দ্বারা হবে না। তাতে যদি শিব-কোপানলে দগ্ধ হই তাও শ্রেয়।

মহাদেব—তাই করে দেখ ফল কি হয়।

নারদ—বেশ! তবে শাস্ত্র না মানেন—কাব্য কি ব্যাকরণ যেন লঙ্ঘন না করা হয়। সুর ও ছন্দের অপমান করবেন না।

হরপার্ব্বতী একাসনে উপবিষ্ট নারদ তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে বলিলেন—

"নমামি গিরিজামাতঃ
প্রথমং ভক্তি পূর্ব্বকং।"

মহাদেব—নারদ! দণ্ডগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হও। তোমার গিরিজা মাকে "প্রথম" শব্দ উচ্চারণ করলে তো!

নারদ—কর্ম্মধারয় ছাড়া অন্য কিছু হয় না বুঝি?

মহাদেব—হা হা হী হী করে হেসে বল্লেন—নারদ! আমাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষে ঘায়েল করেছ। বাঃ বাঃ নারদ আজ তোমারই বিজয়! আমি বিজিত। তুমি "গিরিজামাতঃ" বলতেই আমি বুঝেছি "গিরিজা" যে মাতা তাঁকেই সম্বোধন করে বলেছো। সত্যি নারদ গাঁজা ছাড়াও কঠিন।

নন্দী বেটা আমার প্রসাদ পাবার লোভে মিনিটে মিনিটে গাঁজা সাজে। লক্ষ্মীর বাবা হ'য়ে ভিক্ষাজীবী! এখন দেখছি সমাস ভুলেছি। সরস্বতীও ছাড়ে বুঝি! বলিহারী নারদ! একই শব্দে হর ও পার্ব্বতী দুইকেই প্রণাম ক'রে আমার দর্পচূর্ণ করেছ।

পার্ব্বতী = গিরিজামাতঃ (কর্ম্মধারয়)

হর = গিরি-জামাতঃ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ)

নারদের শব্দ গঠনে পাণ্ডিত্য দেখে গণেশ ও সরস্বতী দুজনেই মহাদেবকে অনুরোধ করে বসল—বাবা দেবর্ষি যখন আজ আপনার কাছে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, আধুনিক রীতি অনুসারে ওঁকে একটা উপাধি দেওয়া উচিত।

মহাদেব—নারদ শব্দও যে বিচিত্র শব্দ। শোন তবে

"নাকারঃ সৃষ্টি কর্ত্তাচ দকারঃ পালক সদা।

রেফঃ সংহারকশ্চৈব নারদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ না (সৃষ্টিকর্ত্তা) + র (সংহারকর্ত্তা) + দ (পালনকর্ত্তা)

মা পার্ব্বতী নারদকে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে আহারে পরিতৃপ্ত করিলেন। এক ভিকারীর ঘরে নারদ—মা জগদম্বে, আমি যে দিন দেখি ঝোলায় চাল নাই—কাতর কণ্ঠে বলি—"মা অন্ন দে আজ কি হবে মাগো!" প্রতিধ্বনি বলে "মাগো"। আমি তখন দ্বারে দ্বারে মাগি!

বন্যা প্লাবিত গ্রাম

গত ৮।১০।৫৯ তারিখে মহকুমা শাসক শ্রীসুধীন্দু চৌধুরী, বি. ডি. ও. সমভিব্যাহারে ফরাক্কা থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণীগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহে গত বর্ষার তাণ্ডবলীলা পরিদর্শন করেন। সমগ্র অঞ্চলের তথ্যাদি হইতে জানা যায় যে, আর ২।৩ দিনের মধ্যেই ব্যাপক অঞ্চল প্লাবনের জল হইতে মুক্ত হইবে। পূর্ব্বাহ্ণেই সংগৃহীত Red Cross ও সরকারী G. R. বিলির ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করা হয়। দুঃস্থ ও শিশুদের মধ্যে প্রচুর দুধ ও কিছু বস্ত্রাদির বিলি ব্যবস্থাও করা হয়।

দুর্গতদের সাহায্যার্থ স্থানীয় প্রচুর সহযোগিতা পাওয়া যায় এবং তন্মধ্যে শ্রীনীরেন্দ্র পাণ্ডে ও শ্রীচিত্ত মিশ্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে স্থানীয় ধীবর সম্প্রদায় বর্ত্তমানে নদী হইতে যথেষ্ট ইলিশ মাছ পাচ্ছে।

—সংবাদদাতা

বন্যা প্রপীড়িত জনগণ

উপর্য্যুপরি প্রবল বর্ষণ ও বন্যার প্লাবনে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমা, লালবাগ মহকুমার নবগ্রাম থানা, জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা থানা, সুতী থানার বহুতালী ও হিলোড়া ইউনিয়নের অনেকগুলি গ্রামে ব্যাপক অঞ্চলে বিপর্য্যয় ঘটেছে। কয়েকটি মূল্যবান জীবন নষ্ট হয়েছে। বহুসংখ্যক গবাদি পশু বিনষ্ট হয়েছে। মাঠের সোনার ফসল বন্যার জলে ভেসে গেছে। গৃহহারা খাদ্যহারা লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ ও শিশু আজ জীবন মৃত্যুর মাঝখানে। এ এক বিরাট জাতীয় সংকট। গৃহহীন ক্ষুধিতের বুকফাটা আর্ত্তনাদ আকাশে বাতাসে হাহাকার করে ফিরছে। সাত পুরুষের ভিটে নিশ্চিহ্ন হয়েছে,—সেই সঙ্গে চলে গেছে অন্ন, বস্ত্র, আসবাবপত্র সব সম্বল: মাঠের ধান তাও নাই। মাঠের জল ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে—আর সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠছে এক ভয়াবহ ধ্বংসলীলা। যে গবাদি পশু চাষীর প্রধান অবলম্বন, তার গলিত দেহগুলো শুধু বিভীষিকা জাগায়।—এক বস্ত্রে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিনের পর দিন যারা জীবন মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার আশায় দিন গুন্‌ছে, তাদের সাহায্যের জন্য বাংলার যত ভাই বোন আজ এক জাতীয় মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল শক্তি নিয়ে এগিয়ে কি আসবে না?

টিকিট বিহীন যাত্রী

ভারতীয় রেলওয়ে যাত্রীদের মধ্যে প্রতি কুড়ি জনের মধ্যে একজনের কাছে টিকিট থাকে না। গত ১লা অক্টোবর কলিকাতায় পূর্ব রেলওয়ের ম্যাজিষ্ট্রেট-দের এক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী শ্রী শাহ নওয়াজ খান উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, টিকিট বিহীন যাত্রীর জন্য রেলওয়েগুলির প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতি ঘটিতেছে। এই অমঙ্গল দূর করার জন্য রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া শ্রী শাহ নওয়াজ খান তাঁহাদের প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন যে, অযথা য়্যালার্ম চেন (বিপদ জ্ঞাপক শিকল) টানিয়াও রেলওয়ের ক্ষতি করা হইতেছে। ইহাতে শুধু যে সংশ্লিষ্ট ট্রেণের গতি ব্যাহত হয় তাহা নয়, অন্যান্য ট্রেণের চলাচলও বিলম্বিত হয়। তিনি জনসাধারণকে এ বিষয়ে রেলকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আবেদন জানান। তাহা না হইলে অপরাধীদের খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন।

নিলামের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ইংরাজী ২০-১০-৫৯ তারিখ (মঙ্গলবার) বেলা ১১ ঘটিকার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর এজলাসে সন ১৩৬৭ সালের জন্য জঙ্গীপুর মহকুমার অধীন সমস্ত ফেরীঘাট উক্ত সালের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত প্রকাশ্য নিলামে নির্দ্দিষ্ট সর্তাধীনে বন্দোবস্ত করা হইবে।

ফেরীঘাটের তালিকা ও নিলামের সর্তাবলী নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে, মহকুমা কৃষি দপ্তরে এবং অন্যান্য সরকারী দপ্তরে, থানায়, মিউনিসিপ্যাল দপ্তরে এবং বিভিন্ন ভূমি সংস্কার সার্কেল অফিসে জানিতে পারা যাইবে।

স্বাঃ এস, চৌধুরী

মহকুমা শাসক, জঙ্গীপুর।

বাগান ও জমি বিক্রয়

থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজা ওসমানপুর মধ্যে হাই-রোড সংলগ্ন আয়কর ফলবান কলমবাগান ৬॥০ বিঘা, এবং সিঙ্গার মাঠের উৎকৃষ্ট কৃষি জমি ৬৮০ বিঘা বিক্রয় হইবে। গ্রাহকগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাক্ষাতে বা পত্রালাপে সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত, সাং জোতকমল।

পোঃ জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ম" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৭

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১।/০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।